দৈনিক ইত্তেফাক 26/10/2005
তারিখ ...
পৃষ্ঠা ৩ কলাম ... ৪

কৃষি শিক্ষক নিয়োগ প্রসঙ্গে

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার ১৯৯৪ সাল হইতে দেশের মাধ্যমিক বিদ্যালয় ও ১৯৯৫ সাল হইতে দাখিল মাদ্রাসার পাঠ্যসূচীতে কৃষি শিক্ষাকে একটি আবশ্যক বিষয় হিসাবে অন্তর্ভুক্ত করে। শিক্ষামন্ত্রণালয়ের সিদ্ধান্ত মোতাবেক কৃষি শিক্ষা বিষয়ের শিক্ষক তৈরীর জন্য প্রথমে তিন মাস মেয়াদী এবং পরবর্তীকালে এক বছর মেয়াদী কোর্সের পরিকল্পনা করে। কিন্তু এইসব কোর্সের কিছু কিছু সীমাবদ্ধতা বিবেচনা করিয়া কৃষি শিক্ষা বিষয়ে স্নাতক তৈরীর জন্য তিন বছর মেয়াদী প্রোগ্রাম গ্রহণের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। সিদ্ধান্ত মোতাবেক উক্ত প্রোগ্রামের শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচী প্রণয়নের জন্য জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ডকে দায়িত্ব দেওয়া হয়। জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ডের প্রস্তাবিত কৃষি শিক্ষক তৈরিকরণ প্রোগ্রামের শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচী প্রণয়নে বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য প্রফেসর ডঃ শাহ মোহাম্মদ ফারুককে সভাপতি এবং জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ডের সদস্য (শিক্ষাক্রম) প্রফেসর মুহাম্মদ আলীকে সদস্য সচিব করিয়া একটি কমিটি গঠিত হয়। এই কমিটি ব্যাচেলর অব এগ্রিকালচার্যাল এডুকেশন (বিএজিএড) প্রোগ্রাম চূড়ান্ত করে। বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের স্কুল অব এগ্রিকালচার এন্ড রুর‌্যাল ডেভেলপমেন্ট কর্তৃক জানুয়ারী ১৯৯৭ সাল হইতে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের নির্দেশক্রমে বিএজিএড প্রোগ্রাম চালু হয়। বর্তমানে এ প্রোগ্রামের শিক্ষার্থীর সংখ্যা তিন হাজারেরও বেশী এবং ইতোমধ্যে ৫০০ জন শিক্ষার্থী সফলভাবে বিএজিএড প্রোগ্রাম সম্পন্ন করিয়াছেন। দুঃখজনক হইলেও সত্য যে, ১৯৯৭ সাল হইতে কৃষি শিক্ষাকে ঐচ্ছিক বিষয় করা হইয়াছে এবং ২০০১ সালে কৃষি শিক্ষাকে অতিরিক্ত বিষয় হিসাবে গণ্য করা হইয়াছে। শিক্ষা মন্ত্রণালয় কর্তৃক বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান (বিদ্যালয়সমূহ)-এর শিক্ষক ও কর্মচারীদের বেতন-ভাতাদির সরকারী অংশ প্রদান এবং জনবল কাঠামো সম্পর্কিত নীতিমালা ২৪ অক্টোবর'৯৫-এ সহকারী শিক্ষক (কৃষি) পদে নিয়োগের শিক্ষাগত যোগ্যতা কলামে কৃষি ডিপ্লোমা/ বিএসসি (জীব) উল্লেখ থাকিলেও বিএজিএড-এর উল্লেখ নাই। সুতরাং সহকারী শিক্ষক (কৃষি) পদে অগ্রাধিকারভিত্তিতে বিএজিএডদের নিয়োগদানের নিমিত্তে পরিপত্র জারির জন্য সংশিষ্ট কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি।

সৈয়দ আনোয়ারুল হক,
এটিআই শেরেবাংলা নগর,
ঢাকা ১২০৭।